দৈনিক ইত্তেফাক

FEB 01 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

৭ হাজার স্কুলের ৬ লাখ ছাত্রকে স্কুল ফিডিং দেয়া হবে

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী চলতি বছর বাংলাদেশে আটার উৎকর্ষতা বৃদ্ধিকারী তিনটি মিল চালু করবে। এনজিওসমূহের ব্যবস্থাপনায় অতি দরিদ্র মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত এসব আটার মিলে সঠিক মাত্রায় ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ মেশানোর পর তা ভিজিডি কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের মধ্যে গমের পরিবর্তে বিতরণ করা হবে। গ্রামের দরিদ্র মহিলারা ফলমূল, মাছ-মাংস আহার করতে পারে না বলে তারা ভিটামিন এ-এর অভাব এবং রক্তস্বল্পতায় ভোগে। ভিটামিন ও খনিজ

(১৩শ পৃষ্ঠার ৭-এর কঃ দ্রঃ)

৭ হাজার স্কুলের

(শেষ পৃঃ পর)

পদার্থ মিশ্রিত আটা গ্রামের মহিলাদের খনিজ লৌহ ও ভিটামিন 'এ'র অভাব দূর করবে। বাংলাদেশের দরিদ্র মহিলাদের শতকরা ৭৫ জন রক্তস্বল্পতায় এবং শতকরা ৫০ জন ভিটামিন 'এ'র অভাবে ভোগে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর আবাসিক পরিচালক পিটার ডিজবুইজেন গতকাল বৃহস্পতিবার আইডিবি ভবনস্থ কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে আটার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি মিল স্থাপনের কর্মসূচী উল্লেখ করে বলেন, পর্যায়ক্রমে দেশে এ ধরনের ৪০টি মিল চালু করা হবে। তিনি জানান, চলতি মাসে এই মিলের পরীক্ষামূলক পরিচালনা সফল প্রমাণিত হয়েছে এবং আগামী মার্চ মাস থেকে প্রতি ঘণ্টায় ১ হাজার কেজি উৎপাদনক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি মিল চালু হবে।

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর আবাসিক পরিচালক জানান, একটি পাইলট স্কুল ফিডিং কর্মসূচীর আওতায় ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৩টি জেলার ২ লক্ষ ২৫ হাজার স্কুলছাত্রকে প্রতিদিন সকালে ৭৫ গ্রামের এক প্যাকেট এনার্জি বিস্কুট দেয়া হচ্ছে। স্কুল ছাত্রদের দৈনন্দিন ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের চাহিদার শতকরা ৮০ ভাগই এই বিস্কুট পূরণ করে। স্থানীয়ভাবে বাণিজ্যিক বেকারীগুলোর মাধ্যমে এই বিস্কুট তৈরী করা হচ্ছে। তিনি জানান, আগামী এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে ঢাকার বস্তিবাসীসহ সমগ্র দেশের সরকারি ও এনজিও পরিচালিত ৭ হাজার স্কুলের ৬ লাখ ছাত্রকে এই কর্মসূচীর আওতায় আনা হবে এবং এটি হবে বিশ্বের একটি বৃহত্তম স্কুল ফিডিং কর্মসূচী। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী চলতি বছর থেকে সরকারের জাতীয় পুষ্টি কর্মসূচীতেও সহায়তা প্রদান করবে।